৪ ... ৬ ... 2003

দৈনিক ইত্তেফাক

ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে

বর্তমান সরকার নারী শিক্ষা বিস্তারে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য প্রণয়ন করা হয়েছে ছাত্রী উপবৃত্তি। ব্যতিক্রমধর্মী এই উদ্যোগ দেশের নারীশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের ফলে এই মহতি উদ্যোগ ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছে। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় বালক বিদ্যালয়গুলোতে অবৈধভাবে ছাত্রী ভর্তি করার ফলে একই এলাকায় অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়গুলো অস্তিত্ব-সংকটে পতিত হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এক কিলোমিটারের মধ্যে পাশাপাশি দুটি বালক অথবা দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না। অবশ্য একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে কোন বাধা নেই। বালক বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠাকালে ছাত্রী ভর্তি না করানোর নীতি মানলেও পরে তারা এই নীতি থেকে সরে আসছে। ছাত্রী উপবৃত্তি চালু হবার পর বালক বিদ্যালয়গুলোও অবৈধভাবে ছাত্রী ভর্তি শুরু করেছে। উদাহরণ হিসেবে রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাংশা পৌর এলাকায় অর্ধ কিলোমিটারের মধ্যে পাংশা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পাংশা জর্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কাজী আবদুল মাজেদ একাডেমী এবং ইয়াকুব আলী চৌধুরী বিদ্যাপীঠ অবস্থিত। প্রথমটি বাদে অন্য তিনটিই বালক বিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদিত। কিন্তু উপবৃত্তি চালু হবার পর ওই তিনটি বালক বিদ্যালয়েও ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। এতে এলাকার বালিকা বিদ্যালয়টি মারাত্মক সংকটে পতিত হয়েছে। বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই তিনটি বিদ্যালয়কে ছাত্রী ভর্তি না করার জন্য অনুরোধ করলেও তারা তাতে কান দেয়নি। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বালিকা বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে একজন পরিদর্শক ওই তিনটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে অবিলম্বে ছাত্রী ভর্তি বন্ধের নির্দেশ দেন। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়। পরে বিদ্যালয়গুলোকে কারণ দর্শাও নোটিস দেয়া হয়। কিন্তু এখনো ছাত্রী ভর্তি বন্ধ হয়নি। বিষয়টি নিতান্তই দুঃখজনক। আর তাই অবিলম্বে বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তি বন্ধ করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম এ খালেক,
৪৫১/২ নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা।